—ধাঁধাটির অর্থ হলো—'ছেলেটির মা ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা একটি ভাত টিপে দেখছে, তার বাবা কোনো জিনিসের ছিদ্র সারাচ্ছে, দিদি কলাই ভাঙছে, ছেলেটি নিজে পান্তাভাত খেয়ে এসেছে, বাড়ি গিয়ে গরমভাত খাবে। এরকম অসংখ্য কাহিনি বা আখ্যানমূলক ধাঁধা লোকায়ত সমাজে প্রচলিত।

সাত. গাণিতিক বা সংখ্যামূলক ধাঁধায় অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের নানা জটিল হিসাব করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যেমন—একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে—

'টাকায় কিনেছি খাসি
লোক জুটেছে বারশ আশি
সবাই বলে খাব খাব
কার কাছে কত নেব?'

ধাঁধাটির উত্তর এক কড়া, কারণ ১২৮০ কড়ায় এক টাকা।

লোকায়ত সমাজে প্রচলিত অসংখ্য ধাঁধাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোকপাত করা হলো। যে সমস্ত ধাঁধা উপরি-উক্ত শ্রেণিবিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়, সেই সমস্ত ধাঁধাকে 'বিবিধ বিষয়ক' ধাঁধার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১.৬. লোকসঙ্গীত (Folksongs)

লোকসঙ্গীতকে মৌখিক সাহিত্য ধারার মধ্যে যেমন অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তেমনি লোকঅভিকরণমূলক শিল্প (Performing Arts)-এর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লোকসঙ্গীতের সাহিত্যমূল্য মৌখিক সাহিত্যের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে লোকসঙ্গীতের সুর, লয়, তাল, গায়নরীতি, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য প্রভৃতি অভিকরণ শিল্পের আলোচ্য বিষয়। মৌখিক সাহিত্যের শাখায় লোকসঙ্গীতের সাহিত্যমূল্যই এখানে আলোচিত হবে। লোকসঙ্গীতকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন—

১.৬.১. ভাদু
১.৬.২. টুসু
১.৬.৩. ঝুমুর
১.৬.৪. ভাওয়াইয়া
১.৬.৫. ভাটিয়ালি
১.৬.৬. মেছেনি
১.৬.৭. বারোমাসিয়া
১.৬.৮. জারি
১.৬.৯. সারি, ইত্যাদি।

১.৬.১. ভাদু

ভাদু মূলত কৃষি উৎসব (Harvest festival)। ভাদুকে কেন্দ্রকরে যেমন আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, তেমনি আছে গান। ভাদু উৎসবের এই গানগুলি মৌখিক সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়।

ভাদু পশ্চিম সীমান্তবর্তী বাংলার বিশিষ্ট লোকসঙ্গীতের ধারা। পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ বীরভূম, দক্ষিণ-পূর্ব পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ভাদু-উৎসব প্রচলিত। ভাদুপুজো ও গান সমগ্র ভাদ্রমাস জুড়ে চলে। ভাদ্র সংক্রান্তির দিনে ভাদুকে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ভাদু-উৎসব পালিত হয়। কুমারী মেয়েরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ভাদু অনুষ্ঠনে ভাদুতে ভাদুতে বিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় কখনো কখনো সারা রাত ধরে ভাদু গানের লড়াই চলে। গানের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অভাব-অনটন, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হয়।

ভাদুকে কেন্দ্র করে নানা কিংবদন্তি রচিত হয়েছে। একটি কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে, পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত কাশীপুরের মহারাজা শ্রীনীলমণি সিংদেও-এর একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম ভদ্রেশ্বরী। বিবাহের পূর্বরাত্রি তার মৃত্যু হয় অর্থাৎ অবিবাহিতা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। দারুণ মানসিক আঘাত পেয়ে, কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি ভাদ্র মাসে ভাদু উৎসব প্রচলন করেন।

ভাদু গানে ভাদুকে প্রথমে মানবীরূপ দেখা হয়েছে—

'আমার ভাদু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝলমল করে গো...'

মানবী ভাদু, ক্রমশ দেবী ভাদুতে রূপান্তর ঘটেছে। গানে তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়—

'ভাদু আজ এলো ঘরে গো
এলো গো শুভদিন।
মোরা সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি গো
যত সব সঙ্গীগণে।
মোরা সারা রাতি করবো পূজা গো
ফুল দিব গো চরণে।'

ভাদুগানের লড়াইয়ে ক্রমশ তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগের কথা উঠে এসেছে—

'ভাদু মা, গম বিলি করে,
কেন মোরা পাই না রিলিফ,
ভাল লোকের পেট ভরে,
ওগো মা জননী তেলা মাথায় তেল পড়ে।'

রিলিফ কেলেঙ্কারি প্রাত্যহিক জীবনের অন্যতম সমস্যা। গানটিতে সেই সমস্যার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এভাবেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাম্প্রদায়িক সমস্যা, পণপ্রথা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, প্রভৃতি বিষয় ভাদুগানে উঠে এসেছে।

১.৬.২. টুসু

বাংলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে টুসু অন্যতম। টুসু উৎসব সীমান্ত বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সন্নিহিত অঞ্চল ছোটনাগপুর, সাঁওতাল